দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

৫ শিক্ষক অবরুদ্ধের ঘটনায় পুলিশের লাঠিচার্জ : ৪ ছাত্র আহত

নোয়াখালী বিপ্রবি অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষণা

ছাত্র-ছাত্রীদের হল ছাড়ার নির্দেশ

নোয়াখালী অফিস

গত শুক্রবার রাতে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের যৌথ বাহিনীর ভয় দেখানোকে কেন্দ্র করে ছাত্রাবাসে সমঝোতা প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া সহকারী প্রক্টর, দুই প্রভোস্টসহ ৫ শিক্ষক বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের হাতে অবরুদ্ধ হওয়ার ঘটনায় ক্যাম্পাসে পুলিশ গিয়ে ছাত্রদের লাঠিপেটা করেছে। পরে রাত ২টায় শিক্ষকরা মুক্ত হওয়ার পর গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্র-ছাত্রীদের গতকাল (শনিবার) সকাল ৮টার মধ্যে হল ছাড়ার নোটিশ পৃঃ ১২ ক : ২

নোয়াখালী বিপ্রবি অনির্দিষ্টকাল

১২-এর পৃষ্ঠার পর

দেয়। এদিকে ছাত্ররা পুলিশের লাঠিচার্জে ৫ ছাত্র আহত হয়েছে বলে দাবী করলেও পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কোন ছাত্রকে স্পর্শও করা হয়নি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করায় গতকাল (শনিবার) প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি।

আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীরা জানায়, ১০ গুণ বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবীতে ১৮ জুন থেকে তারা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করে আসছে। মুখে কালো কাপড় বেঁধে প্রশাসনিক ভবনের সামনে কর্মসূচী চলাকালে ১৯ জুন দুপুরে শিক্ষক কাউন্সিল, কর্মকর্তা কাউন্সিল ও স্টুডেন্ট কাউন্সিল প্রতিনিধিদের সাথে ভিসি সমঝোতা বৈঠকে স্টুডেন্ট কাউন্সিলের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জোরপূর্বক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর নেয়া হয়। বৈঠকে ৬ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়। কমিটি সমঝোতা বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে পরবর্তীতে ফি নির্ধারণ করার কথা থাকলেও কর্তৃপক্ষ তাদের এখনই পূর্বনির্ধারিত ফি জমা দিতে বলে। এ নিয়ে ২০ জুন ছাত্ররা ভিসির কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে। ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের কাছে ফি কমানোর লিখিত সিদ্ধান্ত দাবী করেছিল।

শুক্রবার রাত ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর নিয়াজ মোঃ বাহাদুর, ছাত্র হল প্রভোস্ট জাবেদ হোসেন, ছাত্রী হল প্রভোস্ট সেলিম হোসেন, হাউস টিউটর মেহেদী মাহমুদুল হাসান, প্রভাষক অহিদ আহমেদ ছাত্রদের সাথে সমঝোতার জন্য গেলে ছাত্ররা আলোচনা করার জন্য ভিসি অধ্যাপক ড. আবুল খায়ের এবং প্রক্টর হানিফ মুরাদকে আসার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। এক পর্যায়ে উত্তেজিত ছাত্ররা হল গেটে তালা আটকে দিয়ে শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রাখে।

এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে পুলিশ আহ্বান করলে পুলিশ ক্যাম্পাসে পৌঁছে হলের বাইরে অবস্থানরত ছাত্রদের লাঠিপেটা করে। এতে প্রথম বর্ষের এক ছাত্র এবং দ্বিতীয় বর্ষের ৪ জন ছাত্র আহত হয়। রাতে যৌথ বাহিনী পৌঁছে ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান নেয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে রাতে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ছাত্র হলের ডাইনিংয়ে ভাঙচুরের চেষ্টা করে। বিশৃঙ্খলা থামাতে গিয়ে আকাশ নামের ফার্মেসি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্র জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পুলিশের বাধার মুখে সজ্ঞাহীন আকাশকে হাসপাতালে নিতে না পারায় ছাত্ররা গেট ভেঙে বের হওয়ার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে সহকারী পুলিশ সুপার তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে পুলিশ কর্মকর্তারা বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সাথে আলোচনা করে রাত ২টায় অবরুদ্ধ শিক্ষকদের মুক্ত করে নিয়ে আসে। পরবর্তীতে অসুস্থ আকাশকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অপরদিকে গতকাল সকাল ৮টার মধ্যে হল খালি করার নির্দেশ থাকলেও সকাল ৯টা থেকে ব্যাগ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা হল থেকে বের হতে থাকে। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ গোটা ক্যাম্পাস খালি হয়ে যায়।

ছাত্রদের লাঠিপেটা প্রসঙ্গে সহকারী পুলিশ সুপার তোফায়েল আহম্মদ ইনকিলাবকে জানান, একজন ছাত্র হলের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাতে যখন শিক্ষকদের আটকানো হয় তখন খবর পেয়ে ৪ জন টহল পুলিশ ক্যাম্পাসে যায়। তাদের পক্ষে ছাত্রদের লাঠিপেটা করা সম্ভব নয়। এছাড়া ছাত্রদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে পুলিশ কাউকে লাঠিপেটা, গ্রেফতার কিংবা মামলা দেয়া থেকে বিরত থেকে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

ছাত্রদের যৌথ বাহিনীর ভয় দেখানোর কথা অস্বীকার করে ভিসি অধ্যাপক ড. আবুল খায়ের বলেন, ক্যাম্পাসে কেউ বিশৃঙ্খলা করলে প্রথা অনুযায়ী সেই অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এর বেশী কিছু নয়। তিনি বলেন, শনিবার প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল। আন্দোলনের কারণে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়ায় ছাত্রদের অনুরোধ করা হয়েছিল যেনো কর্মসূচী প্রত্যাহার করা হয়। তাছাড়া অন্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে তুলনা করে ফি ধার্য করার সিদ্ধান্ত হয়েছে ছাত্র পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়েই। শিক্ষকরা সমঝোতার জন্য নয়, নিয়মিত পরিদর্শনে গিয়েছিল।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, অন্য যে কোন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে এখানে বেশী পড়ালেখা হয়। ছাত্রদের সাথে কথা হয়েছে শিগগিরই বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বরাদ্দ দিয়েছে এক কোটি ৩১ লাখ টাকা। অপ্রতুল বরাদ্দ দিয়ে ব্যয় মেটানো সম্ভব নয় বলেই ফি বাড়াতে হয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সেই রয়েছে ব্যয় মেটাতে হবে ছাত্র বেতন থেকে।